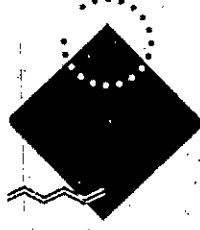


ঢাকা কেন্দ্র লাইব্রেরি'র কথা

মুহম্মদ হাসান আলী



পাঠাগার

একটি শহরের সৌন্দর্য, নগরীর পুরনোতেই। শহরের ভাষা, কৃষ্টি, ইমারত-অট্টালিকা, রীতিনীতি ইত্যাদি একটি প্রাচীন শহরের আকর্ষণের বিষয়বস্তু। প্রায় চারশ বছরের পুরনো ঢাকা নগরীর এসব প্রাচীন আকর্ষণীয় উপাদানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ঢাকা কেন্দ্র লাইব্রেরি। দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাওলা বখশ সরদার মেমোরিয়াল ট্রাস্টের একটি প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে এই ঢাকা কেন্দ্র লাইব্রেরি। এটি ফরাসিগঞ্জের ৪২, মোহিনী মোহন দাস লেনে অবস্থিত।

ঢাকা ছিল বাংলার প্রাচীন বঙ্গ জনপদের মধ্যমণি। এই সুপ্রাচীন অঞ্চলটির রয়েছে চমকপ্রদ ইতিহাস, লৌকিক ঐতিহ্য, ভিন্নতর সাংস্কৃতিক-সামাজিক উৎসব আর ক্রিয়াকর্ম। গত শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কিছুটা শ্রুত গতিতে হলেও তা অব্যাহত রয়েছে। যদিও সাধারণত ঢাকাকে জানার একটা সুষ্ঠু আকাজক্ষা বিরাজমান। এই

আকাজক্ষার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা কেন্দ্র লাইব্রেরি।

ঢাকা কেন্দ্র'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

□ ঢাকা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা। ঢাকাকে সাধারণত জনপ্রিয় করে তোলা।

□ ঢাকার ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভর প্রদর্শনী ও প্রকাশনা। ঢাকা বিষয়ক গবেষণা ও চর্চা। ঢাকার লুপ্ত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ। ঢাকা বিষয়ক গ্রন্থ ও দলিলপত্র সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ।

এখানে সর্বসাধারণের নিকট ১০% কমিশনে শুধুমাত্র ঢাকা বিষয়ক বই বিক্রয় করা হয়। লাইব্রেরির দেয়ালে টানানো আছে শিল্পী ফরিদ আহমদের তৈরি আইসান মঞ্জিল, লালবাগ কেন্দ্র ও বাহাদুর শাহ পার্কের শো-পিস। একই শিল্পীর অঙ্কিত কাদের সরদার, মতি সরদার, মাজেদ সরদার, আফিরউদ্দিন সরদার, ইশিয়াস সরদার, আহছামউল্লা সরদার এবং ঢাকার বিশিষ্ট মৃত ব্যক্তিদের পোর্ট্রেট। আরও রয়েছে 'আমি ঢাকাইয়া, ঢাকা আমার গর্ব' শ্লোগান সংবলিত দু'ধরনের সুদৃশ্য স্টিকার। যার প্রতিটির মূল্য ৩ টাকা করে। এখানে প্রায় সব বিষয়ের উপর রয়েছে কয়েক হাজার বই। এর একটি অংশ সাজানো হয়েছে শুধুমাত্র ঢাকা বিষয়ক বই দিয়ে। নাম মাত্র মূল্যে সদস্য ফরম পূরণ করে আপনিও এর সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। শনিবার হতে বুধবার পর্যন্ত বিকেল ৪টা হতে সন্ধ্যা ৭টা এবং শুক্রবার সকাল ৯টা হতে দুপুর ১২-৩০ পর্যন্ত খোলা থাকে। বহুসংস্কৃতির সামাজিক বন্ধ।